43

তারিখ 25 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪২ ৬/৮/৮৬ ১১৭৮৪

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৯৪

'শিক্ষকের শূন্য পদ'

শিক্ষামন্ত্রীর ভাষ্যানুযায়ীই দেশে সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য। ইহার মধ্যে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষকের শূন্য পদ হইতেছে ৬,৬৩৭টি। প্রশ্ন করিতে হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এভাবে শিক্ষকের পদ শূন্য রাখিয়া শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূর করা আদৌ সম্ভব কিনা? দেশে নিয়োগ বন্ধের সরকারী নির্দেশ এখনো মাথার উপর ঝুলিতেছে। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ একবার শেষ হইলেও আবার বাড়ানো হইয়াছে। এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেই সাড়ে ৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষকের পদ শূন্য। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য রাখিয়া অর্থাৎ শিক্ষক ছাড়াই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে শিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন হইবে এবং দেশে শিক্ষা বিস্তার ঘটিবে তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অন্যদিকে বহুসংখ্যক পিটিআই পাস তরুণ-তরুণী চাকুরীর জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়া ফিরিতেছেন। অভিযোগ, পিটিআই পাস প্রার্থীকে বাদ দিয়া বহুস্থানে কখনো টাকার জোরে কখনো ভিন্ন কোন প্রভাবে প্রশিক্ষণবিহীন প্রার্থীরাই প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরী পাইতেছেন। ইহা দুর্ভাগ্যজনক। আবার শোনা যায়, আগামী ২০০০ সালের মধ্যেই 'সকলের জন্য স্বাস্থ্যের' মতোই 'সকলের জন্য শিক্ষা'রও নাকি ব্যবস্থা করা হইবে। এভাবে ছয়-সাত হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য ফেলিয়া রাখিয়া, পিটিআই পাস প্রার্থীদের উপেক্ষা করিয়া তাহা কতটা সম্ভব, উহা কর্তাব্যক্তিরাই ভালো বলিতে পারিবেন।

তবে বাস্তবে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহাতে আশান্বিত বা আশ্বস্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সেখানে শিক্ষা বিস্তার তো দূরের কথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত মিলাইয়া দেখিলে প্রকৃতপক্ষে দেশে শিক্ষিতের হার আরো হ্রাস পাইতেছে কিনা তাহা ভাবিয়াই বিচলিত বোধ করিতে হয়। দেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সমস্যা অন্তহীন। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা করুণ বলিলেও বোধ করি কম বলা হয়। পত্রিকার পাতাতেই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবর ছাপা হইয়াছে যেখানে বিদ্যালয় ভবন বলিতে কিছুই নাই এবং শিক্ষার্থীদের মাটিতে ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হইতেছে। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য হইতে জানা গিয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ছেলেমেয়ে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতেছে। পরীক্ষায় ফেল ও অর্থনৈতিক কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গানোর আগেই যদি ড্রপ-আউট বা স্কুল ত্যাগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা এমন বিপুল হয়, তাহা হইলে দেশে শিক্ষা প্রসারের আশা কতখানি সার্থক হইবে তাহা লইয়া চিন্তিত বোধ না করিয়া পারা যায় না।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় এইসব সমস্যা নূতন নয়। দীর্ঘ দিন ধরিয়াই দেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মতো শিক্ষার গোড়ার ক্ষেত্রেই বিভিন্নমুখী সমস্যা ও সংকট বিরাজমান। শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার ঘটাইতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার এইসব সমস্যা দূর করার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সকলেই জানেন আমাদের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব কী অপরিসীম। কিন্তু সেখানে পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও জটিল পাঠ্যসূচীর অহেতুক চাপ যেমন একদিকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পীড়িত ও বিপর্যস্ত করিতেছে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা সাজ-সরঞ্জামের সংকট ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিকেই দিন দিন করিয়া তুলিতেছে সমস্যাপীড়িত। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইলে প্রাথমিক তথা মাধ্যমিক শিক্ষার এই দীনহীন অবস্থা দূর করা এবং এক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলি সমাধানের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।